মেহেরপুরে শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন, শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়।

সভায় জেলার শিক্ষা খাতের উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের পাঠদানে অধিকতর মনোযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়ন, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ (ইউএনও), জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা।

মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীরা মেহেরপুরের শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ, শিক্ষার্থীদের দক্ষ, নৈতিক ও মানবিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও একটি আধুনিক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রকাশ পেল খালিদ মোশারফের বই ‘শিক্ষক, শিক্ষা ও প্রজন্ম’

প্রকাশিত হল মেহেরপুরের তরুণ লেখক খালিদ মোশারফের রচিত বই-‘শিক্ষক শিক্ষা ও প্রজন্ম’ । উল্লেখ্য খালিদ মোশারফ আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ শিক্ষার্থী। ‘শিক্ষক শিক্ষা ও প্রজন্ম’ বইটি খালিদ মোশারফের প্রকাশিত চতুর্থ বই। ইতিপূর্বে খালিদ মোশারফের শিক্ষা নিয়ে ’শিক্ষা ও শিক্ষক’ আরেকটি প্রবন্ধ গন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দুইটি বই রকমারিসহ অন্যান্য অনলাইন দোকানে পাওয়া যাবে।

’শিক্ষক, শিক্ষা ও প্রজন্ম’ বইটি মূলত বিস্তৃত ক্যানভাসে শিক্ষা নিয়ে একটি গভীর অনুসন্ধানমূলক পদচারণা।’বইটিতে একদিকে যেমন বিদ্যালয় পরিচালনার আধুনিক রূপরেখা ও দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তুলে ধরা হয়েছে আলোকিত মানুষ গড়ার নেপথ্যে থাকা শিক্ষকদের শিক্ষাকর্ম।।

বইটির অন্যতম প্রধান একটি আকর্ষণ হলো বাংলা সিনেমায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কের সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনা। আমাদের দেশীয় পরিচালকরা ক্যামেরার লেন্সের ভেতর দিয়ে কীভাবে শিক্ষাগুরু, শিষ্য এবং বিদ্যাপীঠের পরিবেশকে তুলে ধরেছেন, তা আমাদের সামাজিক বিবর্তনেরই এক প্রামাণ্য দলিল। এই দেশজ প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি বইটিতে যুক্ত করা হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত সিনেমাগুলোতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও ক্লাসরুমের চিত্রায়ন নিয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। এর ফলে পাঠক খুব সহজেই দেশীয় সীমানা পেরিয়ে বৈশ্বিক শিক্ষাদর্শন ও শ্রেণিকক্ষের এক তুলনামূলক চিত্র পেয়ে যাবেন।

সিনেমা যেমন দৃশ্যের ভাষায় কথা বলে, সাহিত্য তেমনি শব্দের মায়াজালে সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরে। বাংলা গল্প ও উপন্যাসে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং ক্লাসরুম কীভাবে চিত্রিত হয়েছে, তা নিয়ে এই গ্রন্থে রয়েছে একটি গভীর অনুসন্ধানমূলক পাঠ। বাংলা সাহিত্যের পাতায় আধুনিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক এই রূপরেখা পাঠকের সামনে নতুন ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করবে।

বাঙালি জীবনে শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হবে, অথচ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ আসবে না, তা তো কল্পনাই করা যায় না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চার দেয়াল ভেঙে প্রকৃতির কোলে মুক্ত শিক্ষার যে স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। বইটিতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন এবং তাঁর গল্প-প্রবন্ধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর রূপায়ণ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

এছাড়াও, আগ্রহী পাঠকদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে বইটিতে সংযোজন করা হয়েছে শিক্ষা বিষয়ক বিখ্যাত বেশ কিছু বইয়ের একটি সমৃদ্ধ তালিকা। সাথে রয়েছে সমকালীন ও চিরায়ত নানা প্রেক্ষিত নিয়ে শিক্ষা বিষয়ক আরও কিছু প্রবন্ধ, যা বইটির বিষয়বস্তুকে করেছে আরও পূর্ণাঙ্গ।

পরিশেষে বলা যায়, এই বইটি কেবল শিক্ষক, শিক্ষার্থী বা গবেষকদের জন্য নয়; বরং সাহিত্যপ্রেমী, সিনেমাপ্রিয় এবং শিক্ষানুরাগী—সবার জন্যই এক অমূল্য সংগ্রহ। ক্লাসরুমের ভেতরের এবং বাইরের এই বিস্তীর্ণ জগতকে নিয়ে আমাদের এই বিশ্লেষণমূলক যাত্রা পাঠকের মনোজগতে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং শিক্ষাকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করবে—এটাই একান্ত প্রত্যাশা।

কৃষি, স্বাস্থ্য শিক্ষাসহ ১২ দফার অঙ্গিকার

মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায় বিচার, সুশাসন এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে নির্বাচন ইশতেহার ঘোষণা করেছেন মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের একটি রেস্টুরেন্টে তিনি এ ইশতেহার ঘোষণা করেন। এসময় জামায়ত, এনসিপির নেতৃবৃন্দও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন ইশতেহারের অংশ হিসেবে তাজ উদ্দিন বলেন, কৃষকদের জন্য সুদবিহীন ঋণ প্রদানসহ কৃষিকে আধুনিকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে।

৬০ বছরের উর্ধে এবং ৫ বছরের নিচের সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার আধুনিকীকরণ, গবেষণা- ভিত্তিক শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ ও কর্মমূখী জনশক্তি গঠণের গুরত্ব দেওয়া হবে।

যুবকরা আপদ নয়, জাতীর সম্পদ, গ্রাজুয়েটদের দক্ষতা অজর্নের জন্য ২ বছর মেয়াদি ১০ হাজার টাকা করে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হবে।

মেহেরপুর শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় বাইপাস সড়ক নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগর, আমঝুপি, ভাটপাড়া নীলকুঠি ও মেহেরপুরের ৬টি বিলসহ নদ-নদীগুলোকে নিয়ে পর্যটন জোন তৈরি করা হবে। শিশূদের জন্য বিনোদন পার্ক তৈরি করা হবে।

ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ইভেন্টে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ৭টি ইভেন্টে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খুলনা অঞ্চলের আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল নয়টায় খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে খুলনা বিভাগীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে খুলনা অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. আনিস-আর-রেজার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মোখতার আহমেদ।

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের প্রতিযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ। বিভাগীয় প্রতিযোগিতা শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ,কে,এম সাইফুর রশীদ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুর রশীদ, শ্রেষ্ঠ রোভার হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউটস গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট আল মুতাকাব্বির সাকিব, হামদে-বারি-তায়ালা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে পারভেজ আলী, বাংলা রচনা প্রতিযোগিতা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে জেনিন জাহিদ শাম্মী, ইংরেজি রচনা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে শিরিন শিলা, দেশাত্মবোধক গানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে তাসনিম তাবাসসুম ছোঁয়া।

উল্লেখ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ গত ৮ই জানুয়ারি থেকে উপজেলা ও থানা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পর্যায়ে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ৪৫ টি ইভেন্টে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। জেলা পর্যায়ে ৩৪টি ইভেন্টে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ৭টি ইভেন্টে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলো।

আলমডাঙ্গায় মকিম-হাজেরা শিক্ষা

বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় মকিম–হাজেরা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে এক শিক্ষার্থীকে ২৪ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।গতকাল ৭ জানুয়ারি আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষক কমনরুমে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে সুতাইল

গ্রামের মেয়ে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে ৩ মাসের মোট ২৪ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

বৃত্তি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হামিদুল ইসলাম আজম, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের সিনিয়র প্রভাসক ড. মো মাহবুব আলম এবং সমাজসেবক হাবিবুল করিম চঞ্চল।

উল্লেখ্য অসচ্ছল ও লেখাপড়ায় আগ্রহী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যয়ভার বহনের লক্ষ্যে আমেরিকার পেনসিলভানিয়ার চেনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিয়াশি বছর বয়সে অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ড. মোনায়েম চৌধুরী, তাঁর প্রয়াত পিতা-মাতা মীর আব্দুল মকিম চৌধুরী এবং বেগম হাজেরা খাতুনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে “মকিম–হাজেরা শিক্ষা বৃত্তি” পুনরায় চালু করেছেন।

ড. চৌধুরী বিশ্বাস বলেন, অসচ্ছলতা ও প্রতিকূল পরিবেশ সফলতার বড় অন্তরায়। তাই তিনি এই বৃত্তি প্রদানে আর্থিকভাবে অসচ্ছল, এতিম, অসহায় ও নারী শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রাধান্য দিচ্ছেন। আগামী সপ্তাহের প্রথম দিন স্কুল-কলেজ পড়ুয়ার সকল বৃত্তিপ্রাপ্তদের স্কুল ভর্তি, মাসিক বেতন (পুরো বছরের একসাথে), প্রাইভেট টিউশন ফি, পরীক্ষার ফিস ও বই কেনা টাকা বৃত্তি হিসেবে প্রদান করা হবে (২য় ফেজ) বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা

বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার দিকে দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে এ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

এ মতবিনিময় সভায় দর্শনা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এ কে এম হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি শফিকুল ইসলাম শাবু তরফদার। এসম তিনি বলেন, শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও মানসিক বিকাশ, শিক্ষার উন্নয়নে শুধু শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠানের নয়, অভিভাবক ও সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে আরো বলেন, “একটি শিক্ষিত জাতি গড়তে হলে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য আমি সবসময় আপনাদের পাশে আছি এবং থাকব।”

এসময় উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শিক্ষকবৃন্দরা শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে তাদের মতামত ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাসমত আলী, শিক্ষক সাইদুর রহমান, মাহমুদা, শামসুন নাহার তুলি, হাসান আলী, নাসরিন আক্তারী, হাফিজুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, মেহবুব, শামসুন নাহার হীরা, সঞ্চিতা রাণী, শারমিন সুলতানা, সাথী রাণী, আব্দুস সালাম, কামাল হোসেন, খোরশেদ আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষক রফিকুল ইসলাম।

শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নারীর অধিকার

নারীর অধিকার আজকের বিশ্বে আর কেবল একটি আলোচ্য বিষয় নয় বরং এটি মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিক্ষা নারীর আত্মনির্ভরতার প্রথম শর্ত। আর সামাজিক নিরাপত্তা তার স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের প্রধান ভিত্তি। একজন নারী যখন শিক্ষার আলোয় আলোকিত হন, তখন তিনি কেবল নিজের জীবনই নয়, পরিবার ও সমাজকেও উন্নতির পথে এগিয়ে নেন। একইভাবে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাকে সহিংসতা, বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করে এবং সামগ্রিক উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। তাই শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নারীর অধিকার রক্ষার মূল ভিত্তি এবং টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

বিশ্বে নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। সকল কাজে পুরুষের প্রাধান্য নারীকে পেছনে ফেলে দেয়। কিন্তু এই পৃথিবীর অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে কখনোই সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ বিশ্বের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে নারীকেও সমানতালে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। নারীর ন্যায্য অধিকারকে সমুন্নত করতে হবে। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি জাতি সমৃদ্ধ হওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারে। নারী শিক্ষিত হলে একটি গোটা জাতির উন্নয়ন সম্ভব। আর তাই নারী শিক্ষা হলো নারীদের অন্যতম প্রধান অধিকার। নারী শিক্ষায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সরকার প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি এবং দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের মতো কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারের এসকল নীতি ও উদ্যোগের ফলে শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতায়ন হয়েছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট স্বাক্ষরতার হার ৭৭.৯% এবং নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার হার যথাক্রমে ৭৫.৮% এবং ৮০.১%। তবে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা পুরুষ শিক্ষার্থীর সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর ৫০.৭%, মাধ্যমিক স্তরে মোট শিক্ষার্থীর ৫৩% ছাত্রী

ও উচ্চ মাধ্যমিকে মোট শিক্ষার্থীর ৪৮.৭৫% ছাত্রী। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণও দিন দিন বাড়ছে। উচ্চশিক্ষায় মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ভর্তির হার ৪৫.৫৭%, যা বিগত বছরগুলোর চেয়ে বেশ সন্তোষজনক।

২০২৫ সালে মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৬৩% ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। কারিগরি শিক্ষাতেও নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। কারিগরি শিক্ষাতে ২০২৩ সালে মোট শিক্ষার্থীর ২৯.৫৩% নারী ছিল, যা ২০২২ সালে ছিল ২৭.১২%। যদিও উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ এখনো তুলনামূলকভাবে ধীর গতিতে বাড়ছে, তবে নারী শিক্ষার প্রসার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এবং নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিক্ষিত নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি করে অংশ নিচ্ছেন। ১৯৯০-এর দশকে যেখানে কর্মসংস্থানে নারীর উপস্থিতি ছিল ২৪.৬৫%, বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ৩৭% হয়েছে। এটি দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতেও সহায়ক।

এছাড়া দেশে পোশাকশিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০-৭৫%। শুধু শিক্ষাই নারীর একমাত্র অধিকার নয়। নারীর পূর্ণাঙ্গ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে সমান অংশগ্রহণ করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(৩) নং অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ২৮(২) নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী, পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের সুযোগও রাখা হয়েছে। এছাড়া ২৯ নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিক অর্থাৎ নারী ও পুরুষ সমান সুযোগ লাভ করবেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীদের অগ্রযাত্রাকে সুষম করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে নারীদের জন্য বিভিন্ন ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিতে মাসিক ৬৫০ টাকা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা মাসিক ৬৫০ টাকা এবং দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা ৮৫০ টাকা করা হয়েছে। এসকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সঠিক ব্যক্তি যাতে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন, সে জন্য ‘ডায়নামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি (ডিএসআর)’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নারীদের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৪ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪

লাখ ২৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। এতে করে নারীর আর্থিক সক্ষমতা পূর্বের তুলনায় আরও বেগবান হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

বাংলাদেশে নরীরা বর্তমানে নানা ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমবাজারে প্রবেশ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে প্রকৃত সমতা অর্জনের জন্য এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন- পারিবারিক সহিংসতা, সামাজিক অবস্থান, কর্মক্ষেত্রে আর্থিক বৈষম্যসহ নানারকম সমস্যা। বাংলাদেশে নারীর অধিকার রক্ষা ও নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সাংবিধানিক মর্যাদার পাশাপাশি বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য আইন রয়েছে। এই আইনগুলো নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে। এগুলো মূলত সংবিধানের সমতা ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলোর ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

পারিবারিক অধিকার নিশ্চিত করতে মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১; পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনগুলোর মাধ্যমে নারীর বিবাহ, ভরণ-পোষণ, তালাক, দেনমোহর, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও অভিভাবকত্ব বিষয়ে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়। নারীর প্রতি যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু পাচার, অপহরণ ইত্যাদি বন্ধ ও কঠোর শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০৩, ২০২০, ২০২৫ সালে সংশোধিত)। এই আইনের ২০২৫ সালে সংশোধিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে ধর্ষণের মামলা তদন্তের সময় ৩০ দিন থেকে কমিয়ে ১৫ দিন এবং মামলার বিচার কাজ শেষ হওয়ার সময় ১৮০ দিন থেকে কমিয়ে ৯০ দিন করা হয়েছে। ফলে নারী নিপীরণের মামলার রায় প্রদান ত্বরান্বিত হবে পাশাপাশি এধরনের অপরাধও কমে আসবে। ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মেয়েদের বিবাহ দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিশেষ পরিস্থিতি বাদে বাল্যবিবাহ সম্পাদন করলে শাস্তির বিধান রেখে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়। এছাড়াও এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২; সমান মজুরি, মাতৃত্বকালীন ছুটি (৬ মাস),কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা ও বৈষম্যহীন পরিবেশের নিশ্চয়তা প্রদানে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮), স্বামী বা পারিবারিক সদস্য কর্তৃক সহিংসতার শিকার নারীর সুরক্ষা নিশ্চিতে গার্হস্থ্য সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১; মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২; যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ ইত্যাদি।

নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও নিপীড়ন দমন করতে আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে। নারীদের সুরক্ষাজনিত সেবা আরও সহজীকরণ করা

যেতে পারে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কলসেবা নম্বর ১০৯ সম্পর্কে নারীদের সচেতন করা যেতে পারে। নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আইসিটি, ই-কমার্স ও ডিজিটাল কর্মসংস্থানে নারীদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি নীতি ও সামাজিক উদ্যোগে বাংলাদেশ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকার, সুশীল সমাজ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া যদি যৌথভাবে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে আইন প্রয়োগ, অর্থনৈতিক সমতা, সচেতনতা আর প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি বৈষম্যহীন নারীবান্ধব রাষ্ট্রে পরিণত হবে। পাশাপাশি ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুধামুক্তি, সুস্থ জীবন, মানসম্মত শিক্ষা ও লিঙ্গ সমতাসহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে।

নারীর ক্ষমতায়ন শুধু কোনো লিঙ্গভিত্তিক বিষয় নয় বরং এটি একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক অগ্রগতি ও মানবিক বিকাশের সূচক। শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা যেমন জ্ঞানে ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ হয়, তেমনি সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে তারা পায় বাঁচার নিশ্চয়তা ও সামাজিক মর্যাদা। তাই নারী যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সমাজে নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে তার দায়িত্ব রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সকলের। নারী যখন নিরাপদ ও শিক্ষিত, তখনই একটি জাতি প্রকৃত অর্থে আলোকিত ও উন্নত হয়।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

আলমডাঙ্গায় যুব ফোরামের হাড়গাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রীড়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য

উপকরণ প্রদান

ভিএসও বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় যুব ফোরাম কর্তৃক আলমডাঙ্গার হাড়গাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রিড়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

যুব ফোরাম খুলনা বিভাগীয় কমিটির সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমন এর নেতৃত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, যুব ফোরাম খুলনা বিভাগের উপদেষ্টা মোঃ আজিজুর রহমান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হাড়গাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন, যুব ফোরাম এর সদস্যবৃন্দ ও অনান্য শিক্ষক মন্ডলি ও ছাত্র-ছাত্রী বৃন্দ।

যুব ফোরাম এর সভাপতি মোঃ আসাদুজ্জামান লিমন বলেন, ভিএসও বাংলাদেশ যুব ফোরাম এর মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলাতে একটা করে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল করার লক্ষে বিভিন্ন উপকরণ দিচ্ছে ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু হবে আশা করি। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে উপস্থাপনা করেন, যুব ফোরাম চুয়াডাঙ্গা জেলার সাধারণ সম্পাদক মোঃ ঈশান বাবু।

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এই চেতনায় ইয়ুথ ফোরাম ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে ঝরে পড়া রোধ এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ও আমঝুপি ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কিছু দরিদ্র কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে হোম ভিজিটের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্কুল ব্যাগ, খাতা ও স্কুল ইউনিফর্ম। আয়োজকরা

জানান আর্থিক অসুবিধা যেন কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষার পথে অন্তরায় না হয়, সেটিই তাদের এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ, ইয়ুথ ফোরামের তরুণ সমাজসেবীরা, ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিগণ। তাঁরা সবাই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন এটি শুধু শিক্ষার্থীদের উপকৃত করবে না, বরং অভিভাবক ও সমাজকেও শিক্ষা সম্পর্কে আরও সচেতন করবে।

উপকরণ পেয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে জানায়, তারা পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হবে এবং একদিন সমাজ ও দেশের জন্য বড় কিছু করতে চায়। অভিভাবকরা আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বক্তারা বলেন শিক্ষার আলো সবার জন্য উন্মুক্ত করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। যদি সমাজের প্রতিটি মানুষ সামান্য করে এগিয়ে আসে, তবে কোনো শিশুই শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

এই মহৎ আয়োজনকে সফল করতে সকলে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন এবং ওয়াচ গ্রুপ, ইয়ুথ ফোরাম ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জানান তাদের এই কার্যক্রম ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। কারণ—শিক্ষিত প্রজন্মই পারে সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিতে, আর প্রতিটি শিশুর হাতে কলম তুলে দেওয়া আমাদের সবার দায়িত্ব।

গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মেহেরপুরে শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবক সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় বিদ্যালয় মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির সভাপতি সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো: খায়রুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহারুল ইসলাম, এডহক কমিটির সাবেক সভাপতি নাসির উদ্দিন, আকসেদ আলী, সহকারী শিক্ষক কামরুল ইসলাম, এইতেসামুল হকসহ গ্রামের আমন্ত্রিত সুধীজন, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, শিক্ষা উন্নয়নে শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষার্থীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। শিক্ষার মান বাড়াতে অভিভাবকদের আরও বেশি সচেতন ও অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান অতিথিরা।